R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-২৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩রা মাঘ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
১৭ই জানুয়ারী, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

জঙ্গিপুরের দ্বিসহস্রাধিক তাঁতশিল্পী অনাহারের পথে

বিশেষ প্রতিনিধি. ১৭ জানুয়ারী—সুতোর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির ফলে জঙ্গিপুর পুরসভার দ্বিসহস্রাধিক তাঁতশিল্পীর কাজ-রোজগার বন্ধ হতে চলেছে এবং অনাহারের পথে ঠেলে দিয়ে তাদের বিপন্ন করে তুলেছে। সুতোর মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুতোর রং-এর দামও বেড়ে গেছে। অথচ সেই তুলনায় কাপড়ের দাম বাড়েনি। খোলা বাজারে অনেক সময় সুতোর দুষ্প্রাপ্যতা এই সঙ্কটকে আরো তীব্রতর করেছে। শিল্পে নিযুক্ত একজন শ্রমিকের সঙ্গে সুতো পাট করা, এলিবাটা, চরকা কাটা প্রভৃতি কাজ মেয়েদেরই করতে হয়। কিন্তু পরিশ্রমের বিনিময়ে তারা যথার্থ মজুরি পায় না। অথচ এই শিল্পই তাদের একমাত্র উপজীবিকা। আর্থিক দুরবস্থা হেতু হস্ত-চালিত তাঁতশিল্পের কোন উন্নতি করা এখনও সম্ভব হয়নি। এই শিল্পের উন্নতিকল্পে সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা লাভেও এখানকার তাঁতশিল্প বঞ্চিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বন্যা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত তাঁতশিল্পী-দের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ঋণদান, এককালীন বাৎসরিক অনুদান ও আরটিসান গ্র্যাণ্ট, এলাকায় সমবায় সমিতি গঠন ও অনুমোদন, ন্যায্যমূল্যে সুতো ও অন্যান্য সংজ্ঞাম সরবরাহ, শিল্পী পরিবারের ছেলেমেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা দান এবং উন্নতমানের ডিজাইন ও টেকসচার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে।

মহকুমায় খুন মাসে গড়ে একটি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৯৭৮ সালে জঙ্গিপুর মহকুমায় প্রতি মাসে গড়ে একটি করে খুন হয়েছে। খুনে শীর্ষস্থানের অধিকারী হয়েছে ফরাক্কা থানা —৪টি, তারপরেই সাগরদীঘি—৩টি, রঘুনাথগঞ্জ—২টি, সামসেরগঞ্জ—২টি এবং সুতীতে ১টি। মোট ১২টি। গত বছর মহকুমায় ডাকাতি হয়েছে ১৬টি। তার মধ্যে সামসেরগঞ্জে ৫টি, রঘুনাথগঞ্জে ৪টি, ফরাক্কায় ৪টি, সাগরদীঘিতে ২টি এবং সুতীতে ১টি। রাহাজানি হয়েছে ৩টি—সাগরদীঘি, রঘুনাথগঞ্জ ও সুতীতে ১টি করে। ওই বছর চুরির ঘটনা ঘটেছে ৩১৮টি—সিঁধেল চুরি ৫২টি এবং অন্যান্য চুরি ২৬৬টি। এর মধ্যে রঘুনাথগঞ্জে ১২৬টি, ফরাক্কায় ৫৪টি, সুতীতে ৫৩টি, সামসেরগঞ্জে ৪৬টি এবং সাগরদীঘিতে ৩৯টি। ১৯৭৭ সালে মহকুমায় খুন ও ডাকাতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯ ও ১৩। সেই তুলনায় ১৯৭৮ সালে খুন ৭টি কম হয়েছে, ডাকাতি ৩টি বেশী হয়েছে। পুলিশী পরিসংখ্যান থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

৩০ বছরেও স্কুলের জায়গায় স্কুল হয়নি

সাগরদীঘি, ১৭ জানুয়ারী—সাগরদীঘি সুরেন্দ্রনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের অধীনে প্রাথমিক বিভাগের জন্য কয়েক শতক জায়গা বন্দোবস্ত আছে। উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে। কিন্তু দীর্ঘ ত্রিশ বছরেও প্রাথমিক স্কুলের জায়গায় স্কুল তৈরী না হওয়ায় অভিভাবকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, ত্রিশ বছর ধরে উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিভাগের প্রাতঃ-কালীন ক্লাস চলছে। গ্রীষ্মের সময় সেকেণ্ডারী বিভাগের ক্লাস সকালে হলে প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধায় পড়তে হয়। আশ্রমিকের মত চাটাই নিয়ে গিয়ে হয় গাছতলায়, নয় ষ্টেজে ক্লাস করতে হয়। ইতিপূর্বে কয়েকবার স্কুলের জায়গায় স্কুল তৈরীর চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু সরকারী মঞ্জুরির অভাবে সেই প্রচেষ্টা বারংবার পরিত্যক্ত হয়। আর্থিক সাহায্য দিয়ে স্কুলটি গড়ে তোলার জন্য অভিভাবকরা রাজ্য সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

ডাইনী সন্দেহে খুন

সাগরদীঘি, ১৫ জানুয়ারী—গত-কাল এই থানার টোকারডাঙ্গা গ্রামে ডাইনী সন্দেহে একজন আদিবাসী রমণীকে খুন করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ, ওই দিন ধেনা মুংমু নামে একজন আদিবাসী গ্রামবাসীর বৌদি রোগভোগের ফলে মারা যায়। ধেনার সন্দেহ হয় 'ডাইনী' বলে কথিত গ্রামের মালতী টুডু (৫০) তার বৌদিকে মেরে ফেলেছে। বৌদিকে সমাধিস্থ করার সময় মালতীকে মাঠে গরু চরাতে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্বাস্থ্য বিভাগে বৈষম্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন মহকুমা হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সহায়ক ও উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে যে সমস্ত চিকিৎসক রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ 'গেজেটেড', কেউ 'নন-গেজে-টেড'। যাঁরা গেজেটেড নন, তাঁদেরকেও গেজেটেড চিকিৎসকদের মত ইনডোর, আউটডোর, জনস্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা, স্কুল হেলথ প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করতে হয়।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ট্রেনে-ইঞ্জিনে কলিসন

সংবাদদাতা, ১৭ জানুয়ারী—বি এ কে লুপ লাইনের আজিমগঞ্জ জংসন ষ্টেশনে গতকাল রাত ৭-৫০ মিঃ নাগাদ ১৬৫ আপ জনতা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় পড়ে। দুর্ঘটনায় আহত রঘুনাথগঞ্জের জনৈক যাত্রী জানান ওই সময় জনতা এক্সপ্রেস যে লাইনে ঢুকছিল, একটি খালি ইঞ্জিন তখন সেই লাইনেই সানটিং করছিল। ফলে এক্সপ্রেসের সঙ্গে ইঞ্জিন-টির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। কয়েকজন রেলকর্মীসহ বহু যাত্রী আহত হন। তাঁদেরকে আজিমগঞ্জ রেল হাসপাতালে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ট্রেনে আসন সংরক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন থেকে ৩৪৮ ডাউন নিউজলপাই-গুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে প্রথম শ্রেণীতে ৩টি আসন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৫টি বারথ রিজারভেসন কোটা অনুমোদনের জন্য এম এল এ মহঃ সোহরাব রেল-মন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। রেলমন্ত্রী মধু দণ্ডবতে সেই চিঠির উত্তরে মহঃ সোহরাবকে জানিয়েছেন, বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। রেলমন্ত্রীর এম আর/১২৯০৪/এ/৭৮ নম্বর চিঠি থেকে এ খবর জানা গেছে।

ছাত্রসংসদ নির্বাচন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ জানুয়ারী—গতকাল জঙ্গিপুর কলেজ ছাত্রসংসদ নির্বাচনে এস এফ আই ৩৭টি আসনের মধ্যে ২৫টিতে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক লড়াই-এ এস এফ আই সাধারণ সম্পাদক ও সহকারী সাঃ সম্পাদকের পদ দুটিও লাভ করেছে। বিজয়ী প্রার্থীরা হোলেন সুশান্ত রায় এবং নুরুল ইসলাম। ডি এস ও ন'টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা মাঘ, বুধবার, ১৩৮৫।

অতঃপর অসংস্কৃত

রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় এক বিশেষ পরিবর্তন আসিয়াছে। ১৯৭৯ সাল হইতে ত্রি-ভাষা সূত্র আর থাকিতেছে না। ফলে মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা ছাড়া আর একটি দ্বিতীয় ভাষা শিখিতে হইবে। অতঃপর সংস্কৃত, আরবী ইত্যাদি প্রাচীন ভাষা ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে আবশ্যিক পাঠ্য রহিল। ৯ম-১০ম শ্রেণীতে তাহা পড়িতে হইবে না। তবে কেহ ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে উহা লইতে পারে। কিন্তু বাধ্যবাধকতা কিছু রহিল না।

এই যে নয়া ব্যবস্থা, তাহার উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। ছাত্রদিগকে তিনটি ভাষা শিক্ষার দায় হইতে মুক্তি দেওয়া এবং তজ্জনিত মানসিক শক্তির চাপ মুক্ত করাই প্রধান লক্ষ্য। যে মানসিক শক্তি তাহারা তিনটি ভাষা শিক্ষায় নিয়োজিত করিবে, তাহা অন্যান্য বিষয়ে কাজে লাগাইতে পারিবে।

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের আদি জননী সংস্কৃত। সংস্কৃত বাদ দিয়া এইসব ভারতীয় ভাষার পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চিন্তা করা যায় না। বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব ত অপরিসীম। অজস্র তৎসম ও তদ্ভব শব্দ, যাহার মূল হইল সংস্কৃত, বাংলা ভাষাকে গড়িয়া তুলিয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত বর্জন করিয়া বাংলা ভাষায় সমৃদ্ধ জ্ঞান অর্জন কী করিয়া সম্ভব হইবে, বুঝা যাইতেছে না।

বলা যাইতে পারে, যাহারা উচ্চ শিক্ষায় বাংলা সাহিত্য ও ভাষার চর্চ্চা করিবে, তাহারা ৯ম-১০ম শ্রেণীতে সংস্কৃতকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে শিখিবে। কিন্তু ইহা একটি ভ্রান্ত যুক্তি। বিজ্ঞানের সাধক হইয়াও বাংলা ভাষায় মনীষার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন কতজন—তাহা বাঙ্গালী এখনও বিস্মৃত হয় নাই। তাঁহাদের অবদানে আজ বাংলা সাহিত্য ও ভাষা কত সমৃদ্ধ। এই সব মনীষার প্রকাশ ঘটিয়াছিল সংস্কৃত বর্জনে নয়, সুষ্ঠু অধ্যয়নে। আর তাহা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরেই ছিল এবং ত্রি-ভাষা সূত্র বজায় রাখিয়াই।

সংস্কৃত শুধু যে বাংলা ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাই নহে, আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংস্কৃত তাহার বিপুল বিস্তৃতি ঘটাইয়াছে। এমত অবস্থায় সংস্কৃত ভাষাকে এইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা হইতে বিদায় দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না।

আমাদের এই রাজ্যের শিক্ষার ধারা ত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে এখনও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছে। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা আজিও স্থির হইল না। শিক্ষার ধারা যেন এক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মধ্য দিয়া চলিতেছে। অথচ জাতি গঠনে তথা দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ইহা যে কতখানি মারাত্মক, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন নাই। সুতরাং সংস্কৃতকে বর্জন করা একটা চমকপ্রদ ব্যাপার বটে, তবে পরিণাম যে শুভদ নহে—তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার মানুষ এই রাজ্যে নাই, ইহাই আশ্চর্য।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বিকৃত রুচির পরিচয়

শহরের পথ-ঘাট থেকে আবর্জনা দূর করার জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার সময় আমাদের এই রঘুনাথগঞ্জ শহরে ফুলতলা মোড়ে সদ্যনির্মিত প্রস্রাবাগারটির পরিবেশ অনেক কিছুরই অশুভ ইঙ্গিত করে। এইখানে বহুদিন পর বাস ষ্টপেজে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের সুবিধার জন্য এই প্রস্রাবাগারটি তৈরী করে দেওয়া হয়েছে কয়েক মাস আগে। কিন্তু বর্তমানে জনসাধারণ একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন যে, ওই নবনির্মিত প্রস্রাবাগারটির পরিস্থিতি এরই মধ্যে কত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। নরককুণ্ড আখ্যা দিলেও বোধ করি বেশী বলা হয় না। পথে হাঁটতেই ওখানে চোখে পড়ে কি বিশ্রী নোংরা হয়ে আছে এর অবস্থা। প্রস্রাব উপচে আসছে রাস্তার এধারে, তাতে খানিকটা জুড় মাটির বেড়াও দেওয়া হয়েছে দেখলাম একদিন। পার্শ্ববর্তী দোকানদারদেরও এই নোংরা পরিবেশে বাস করা অস্বাস্থ্যকর বলে মনে হল। পথে-ঘাটে, বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে, অলিতে-গলিতে মল-মূত্র ত্যাগ করতে অভ্যস্ত রুচিহীন নোংরা লোকের সুবিধার জন্য তাদের রুচিবান হতে যতই শিক্ষা দিই না কেন নৈতিক চরিত্রের অবনতিই আমাদের এইভাবে নীচে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এ'কথা অস্বীকার করা যায় না। একটু চেষ্টা করলেই এগুলো এড়ানো যায় না কি যাতে সমষ্টিগতভাবে আমাদের শহরের সকলের এবং যাত্রীদের স্বাস্থ্যের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যায়—শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে এই আমার প্রশ্ন। —মুক্তা ঘোষাল, রঘুনাথগঞ্জ।

ভিক্ষার বিনিময়ে ক্ষতবিক্ষত ম্যাকেঞ্জী ময়দান

বিমান হাজরা

ছুটন্ত গোলার মত বলটা খাদে পড়ে হঠাৎ বেকায়দায় লাফিয়ে উঠল। আগলাতে গিয়ে আঘাত লাগল মুখে। রক্ত ঝরল ম্যাকেঞ্জীর বুকে। ক্রিকেটের জমাটি আসরে এ ঘটনা এখন নিত্যনৈমিত্তিক।

অথচ কিছুদিন আগেও এ রকমটি ছিল না। জেলার ক্রীড়ামহলে ম্যাকেঞ্জী ময়দান বিশেষভাবে পরিচিত। সেই ম্যাকেঞ্জী গত আট মাস ধরে বেবাক পড়ে রয়েছে। সেখানে আজ আর জমে না খেলার আসর। জুনে গেছে সার্কাস। আনন্দের রেশ গেছে মিলিয়ে। রেখে গেছে ক্ষতবিক্ষত ম্যাকেঞ্জীকে। ময়দানের ধারে দাঁড়িয়ে তাই ক্রীড়ামোদীদের-হাহুতাশ আক্ষেপ ম্যাকেঞ্জীর দিকে ছুঁড়ে দেয় বিদ্রূপ। অথচ এই ময়দানের বুকেই বসেছিল একদিন ছোটবড় বহু ফুটবলের আসর, বার্ষিক দৌড়ঝাঁপের কসরত।

ময়দানটির স্বত্বাধিকারী জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ব্যবহার সর্বজনের। এখানে বিভিন্ন খেলার মরশুমী আসর বসায় শহুরে ছেলেরা বছরব্যাপী। ফুটবলের প্রতিযোগিতা চলে বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে। অনুশীলন চলে সারা মরশুম। ঠিক এই সময়েই অতর্কিতে ময়দানটি হস্তান্তরিত হয় একটি সার্কাস কোম্পানীর হাতে তাঁবু গাড়ার উদ্দেশ্যে। বিনিময়ে স্বত্বাধিকারীর ঘরে জমা পড়ে সামান্যতম অর্থ। জঙ্গিপুরের বুক থেকে খেলাধুলার পাট যখন প্রায় চুকতে বসেছে, উপযোগী মাঠের অভাবে যখন ক্রীড়াদরদী মহল চিন্তিত ঠিক তখনই ম্যাকেঞ্জী ময়দানের হস্তান্তর এবং দুরবস্থায় স্বভাবতই ক্রীড়ারসিক জন ব্যথিত, ক্ষুব্ধ। তাদের বক্তব্য বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তাকিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সার্কাস কোম্পানীর ভিক্ষার দান পরিহার করতে পারতেন। যে বিদ্যালয় ফুটবল জগতে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে একদিন জঙ্গিপুরের মানুষের গৌরব বাড়িয়েছেন, শতবর্ষের গৌরবে গৌরবান্বিত সেই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ম্যাকেঞ্জী ময়দানের এহেন সর্বনাশ করলেন কেন মহকুমা জুড়ে এ প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। শহরের প্রাণকেন্দ্রে যখন একটি মাত্রই খেলার মাঠ তখন তার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের দায় প্রতিটি ক্রীড়ামোদী ক্লাব এবং সংস্থার। স্বত্বাধিকারের দাবি নিয়ে কেউ বৃহত্তর স্বার্থের প্রতিকূল ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দিক—ভাবতে বিস্ময় জাগে প্রতিটি সংস্থা তা নীরবে মেনে নিলেন দেখে। প্রতিবাদের ঝড় উঠল না। সাঁতার সংস্থার ঔদ্ধত্যের জবাবে যাঁরা একদিন একত্রিত আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন, এ ব্যাপারে তাঁদের এই ঔদাসীন্য লজ্জার বিষয় সন্দেহ নেই। প্রতিবাদ বা প্রতিরোধে এগিয়ে এলেন না এখানকার ধ্বজাধারী মহকুমা ক্রীড়া বা স্কুল ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা। প্রমীলা প্রশাসন জঙ্গিপুরের সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব পূরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা নিতে পারতেন কিন্তু নীরব রইলেন। সার্কাস কোম্পানী তাঁবু গাড়ার অনুমতি চাওয়া মাত্র পেয়ে গেলেন। ভিন্ন চিত্র পার্শ্ববর্তী লালগোলায়। সার্কাস কোম্পানী সমস্ত তরফে (সরকারী-বেসরকারী) বাধা পেয়ে সেখান থেকে ফিরে গেলেন। 'খেলার মাঠ নষ্ট করে সার্কাসের তাঁবু গাড়া চলবে না'—সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের ঝড় উঠল সেখানে।

যা হয়ে গেছে তা ফিরবে না জানি। তবু লিখছি ভবিষ্যতের জন্য যাতে আর কোনদিন ক্ষতবিক্ষত ম্যাকেঞ্জীর দিকে তাকিয়ে কাউকে আঙ্গুল উঁচিয়ে হাহুতাশ করতে না হয়; যাতে শহরের সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে আসছে বছরের জন্য ময়দানটির সংস্কার করা যায়। যুবক সংঘ, অগ্নিফৌজ এবং ডায়মণ্ড ক্লাব প্রমাণ করেছেন এখানে ফুটবল ও ক্রিকেটের আসর বসতে পারে, মৃতপ্রায় ফুটবলের মাঠে পয়সা সাহায্য দিয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিও হতে পারে। এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা

(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে আলোকচিত্র প্রদর্শনী

বহরমপুর, ১৪ জানুয়ারী—বহরমপুর কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের উদ্যোগে গতকাল এবং আজ সাম্প্রতিক বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে আলোকচিত্র ও পত্রপত্রিকা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল বিকেলে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সংঘের সভাপতি কমল বন্দ্যোপাধ্যায়। সরস্বতী পূজোর সময় রঘুনাথগঞ্জ বিবেকানন্দ ক্লাবে সাংবাদিক সংঘের পক্ষ থেকে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ধুলিয়ানেও এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর আয়োজিত 'জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় বিচারকমণ্ডলীর রায়ের প্রতিবাদে সাংবাদিক সংঘের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী অরুণিমা দত্ত এবং মঞ্জুশ্রী ব্যানারজিকে পুরস্কৃত করা হয়।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের উদ্যোগে জঙ্গিপুর মহকুমায় সাম্প্রতিক বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিষয় : সাম্প্রতিক বন্যা। ৫০০ শব্দের মধ্যে লিখিত হওয়া চাই। ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে জঙ্গিপুর সংবাদ কার্যালয়, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) ঠিকানায় পৌঁছান চাই।

বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী

রঘুনাথগঞ্জ, ১২ জানুয়ারী—আজ বিবেকানন্দ ক্লাব আয়োজিত স্বামী বিবেকানন্দের ১১৭ তম জন্মজয়ন্তী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। সন্ধ্যায় ক্লাব প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র সঙ্গীত, আবৃত্তি ও ছোটদের ছোটগল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

চক্ষু অস্ত্রোপচার কেন্দ্র

বরিশাল সেবা সমিতির ফরাক্কা শাখার পক্ষ থেকে ফরাক্কা বাঁধ উপনগরীতে বিনা ব্যয়ে চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবির খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে অস্ত্রোপচারে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ৫ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সমিতি অফিসে নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য সমিতি সম্পাদক কৃষ্ণদুলাল ঘোষ দস্তিদার অনুরোধ জানিয়েছেন। —প্রাপ্ত

ধুলিয়ানে গঙ্গাভাঙন

ধুলিয়ান, ১৬ জানুয়ারী—কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ধুলিয়ানে আবার গঙ্গাভাঙন শুরু হয়েছে। সরকারী সূত্রের খবরে জানা গেছে, গতকাল পর্যন্ত সামসেরগঞ্জ ব্লকের কমলপুর, দুর্গাপুর ও শিবনগর এলাকায় ভাঙনের ফলে ১১ টি বাড়ী গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়েছে।

পানীয় জলের অভাব

রঘুনাথগঞ্জ ১৭ জানুয়ারী—মিঞাপুর এলাকার নলকূপগুলি অকেজো হয়ে পড়ায় পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়েছে। গ্রামবাসীদের বাধ্য হয়ে পুকুরের জল খেতে হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

সদরঘাটে ফরাস নাই

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারী—জঙ্গিপুর পুরসভার সদরঘাটে কোন ফরাস নাই। রঘুনাথগঞ্জের দিকে একটি তক্তা পাতা আছে, জঙ্গিপুরের দিকে তাও নাই। ফলে যাত্রীসাধারণের অসুবিধা হচ্ছে। ফরাস না থাকার জন্য প্রায়ই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটে—যেগুলিকে মোটেই আমল দেওয়া হয় না। বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটার আগেই সদরঘাটে ফরাস পাতার ব্যাপারে পুরসভাকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানানো হচ্ছে যাত্রীদের তরফ থেকে।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

সাগরদীঘি, ১৬ জানুয়ারী—গতকাল এই থানার অনুপপুরে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ওপর একটি গাড়ী অজ্ঞাতপরিচয় এক কিশোরকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায় বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে।

ছিনতাইকারীর উপদ্রব

সাগরদীঘি, ১৭ জানুয়ারী—এই থানার আথুয়া-বেলাইপাড়া সড়কে আথুয়ার কাছে একটি পুকুর পাড়ে কয়েকজন ছিনতাইকারী প্রায় দিনই সন্ধ্যার দিকে পথচারী ও গাড়োয়ানদের ছোড়া দেখিয়ে সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ থানার ঝাড়ুয়ার কাছে ক্যানেলের ধারেও অনুরূপ ঘটনা ঘটছে বলে গ্রামবাসী সূত্রে খবর পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে ঝাড়ুয়াতে কয়েকজন হাট ফেরতা লোকের কাছ থেকে সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হয়। ছিনতাইকারীরা আথুয়া-বেলাইপাড়া গ্রামের লোক বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। গ্রামবাসীরা সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ পুলিশকে যৌথভাবে এদের উপদ্রব দমনে অভিযান চালাতে অনুরোধ জানাচ্ছেন।

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ, ১৪ জানুয়ারী—আজ জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে জুডিসিয়াল ইলেভেন বনাম জুডিসিয়াল ইলেভেনের প্রীতিপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। 'ম্যান অব দি ম্যাচ' পুরস্কার লাভ করেন অসিত সরকার ও কমলকুমার পাল।

ক্ষতবিক্ষত ম্যাকেঞ্জী ময়দান

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

নবীনদের। সহযোগিতা চাই প্রবীণদের।

এ বছর কোন রকমে পেরিয়ে গেছে। ক্ষতবিক্ষত ম্যাকেঞ্জীর বুকে আসছে বছর যাতে খেলার আসর পাতা যায় তার জন্য মাঠের সংস্কার লুথারান ওয়ারলড সারভিসের সাহায্য কামনা করলে ফল হতে পারে। সমস্ত ক্লাবের উচিত তাঁদের কাছে সহযোগিতা কামনা করা। না হোলে কারও উপর নির্ভর নয়—আসুন আমরাই এগিয়ে যাই ময়দানের সংস্কারে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে আমার পিতৃদেব শ্রীশ্রী ৺বৃন্দাবনবিহারী দেব ঠাকুরের সেবাইত শ্রীরাধাবল্লভ নাথ গত ৪-৭-৬১ তারিখে শ্রীপ্রবোধকুমার নাথের অনুকূলে যে অর্পণনামা সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা বহরমপুর জজকোর্টের ৪৫২/৬৭ নং মোকর্দ্দমার ১৮-৬-৭০ তারিখে তাহা বেআইনী ও প্রথমাবধি অকার্যকর বলিয়া উক্ত অর্পণনামা বাতিল বলিয়া গণ্য হইয়াছে। অতএব উক্ত ৪-৭-৬১ তারিখের পর যদি উক্ত অর্পণনামা মূলে কোনও প্রকার দান, বিক্রয়, নাম পরিবর্তন বা অন্য কোন প্রকার হস্তান্তর হইয়া থাকে বা ভবিষ্যতে হয় তাহা অবৈধ ও বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহাতে আমি কোন প্রকারে বাধ্য হইব না বা থাকিব না।

শ্রীসরোজকুমার নাথ
রঘুনাথগঞ্জ

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

জঙ্গিপুর, ১৩ জানুয়ারী—জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবের নবম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ১০ জানুয়ারী থেকে আজ পর্যন্ত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়েছে। চারদিনের অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা পাঠ, কণ্ঠসঙ্গীত, কান্দী লোকায়ত শিল্পী সংসদের বাউলগান, ভারতীয় গণনাট্য সংস্থার বহরমপুর শাখা প্রযোজিত গণসঙ্গীত ও রাণার নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয় এবং টাউন ক্লাব প্রযোজিত প্রবীর দত্তের 'স্ফিংস' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এ ছাড়াও তথ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

শ্রীগুরু হোমিও হল
ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
স্থান পরিবর্ত্তন ঃ রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী দ্রব্য বিক্রেতা।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৮

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

মিত্র বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া
(মুর্শিদাবাদ)
ধুতি, শাড়ি, শার্টিং, কোটিং রেডিমেড ও শীতবস্ত্র সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

ফরওয়ারড ব্লকে ধস

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারী—সারা ভারত ফরওয়ারড ব্লকের রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটির জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, নতুন করে এই কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। এই নিয়ে এক বছরে ওই পদগুলির জন্য তিনবার নির্বাচন হল। তিনি আরো জানিয়েছেন, পারটির নতুন কর্মীদের এরই মধ্যে সদস্যপদ দেওয়া হচ্ছে—যা পারটির গঠনতন্ত্র বিরোধী। তাছাড়া পারটিতে অনুপ্রবেশ ঘটছে। এই সমস্ত ঘটনা থেকে অনুমান করা হচ্ছে যে, একটি গোষ্ঠীচক্র পারটিকে ব্যক্তিগত কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। তাঁর ধারণা, এর ফলে পারটিতে বিরাট ধস নামতে পারে।

'ফসল চোরদের পক্ষে'

জঙ্গিপুর, ১৭ জানুয়ারী—রঘুনাথগঞ্জ থানার ধনপতনগর এলাকায় দুর্ধর্ষ গোয়ালাদেরকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য খাস জমি বিলি করা হচ্ছে বলে সংবাদ। এলাকার চাষীরা এই খবরে দারুণ আতঙ্কিত। একটি রাজনৈতিক দল চাষীদের বিরুদ্ধে 'ফসল চোরদের পক্ষে' কাজ করছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহল যে কোন সময় অশান্তির আশঙ্কা করছেন। কারণ ফসল তছরূপের ব্যাপারে গোয়ালাদের আগ্রাসী মনোভাব কারো অজানা নয়।

গ্রামের নিরাপত্তার প্রশ্ন

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারী—'জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রথম পদক্ষেপই যদি মারামারি, কাটাকাটি, জোর-জুলুম ও চুরি-ডাকাতি হয় তবে সমাজ শাসন ও মানুষের কল্যাণের দ্বিতীয় কোন দরজা খোলা আছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। রঘুনাথগঞ্জ থানার সোনাটিকুরি, দেউলি ও তৎসংলগ্ন গ্রামের ধানের ক্ষেতগুলিতে রাত্রি হলেই শুরু হয় গরু-মোষের তাণ্ডবলীলা এবং দলবদ্ধ লুঠেরার জুলুমবাজি। পাঁচ থেকে দশ বিঘা জমির মালিক বোবা কান্নায় বুক চাপড়াতে চাপড়াতে শূন্য হাতে ঘরে ফেরে। এভাবে সারা বছরের হাড় ভাঙ্গা খাটুনির ধন, জীবন ও জীবিকার একমাত্র উৎস মাঠের ফসল তছরূপ ও লুঠ হয়ে যাচ্ছে। গ্রামের নিরাপত্তা রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসনের কি কিছুই করণীয় নাই?' এক চিঠিতে এই প্রশ্ন করেছেন শহরের একজন শান্তিপ্রিয় নাগরিক।

ছাত্রসংসদ নির্বাচন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একটিতেও জয়ী হতে পারেনি। ইন্দিরা ছাত্র পরিষদ প্রায় সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১২টি আসন পেয়েছে। জঙ্গিপুর কলেজের ২৮ বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার দলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল। গত বছর এস এফ আই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সবকটি আসনে জয়ী হয়। এ বছরের নির্বাচনে দলগত অবস্থা হল—এস এফ আই—২৫ ও ইন্দিরা ছাত্রপরিষদ—১২।

ভাইনী সন্দেহে খুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেখে ধেনা তাকে আক্রমণ করে এবং হেঁসোর আঘাত করে। ফলে ঘটনাস্থলেই মালতীর মৃত্যু ঘটে। গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই। তবে জানা গেছে, ধেনা মুরমু পূর্ব রেলের একজন গ্যাংম্যান।

ট্রেনে-ইঞ্জিনে কলিসন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভর্তি করা হয়েছে। মৃত্যুর কোন খবর নাই। খালি ইঞ্জিনটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে লাইনচ্যুত হয়। এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্ঘটনার ফলে ছ ঘণ্টা পর জনতা এক্সপ্রেস আজিমগঞ্জ জংসন থেকে রওনা হয়। আজ ট্রেন ও ডাক চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। পূর্ব রেল সূত্রে জানানো হয়, ৭ জন যাত্রী ও ৩ জন রেলকর্মী এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। ৪ জন আহত যাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্যরা রেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ট্রাক লুঠেরা ধৃত

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ জানুয়ারী—রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ আজ গদাইপুরে হানা দিয়ে ৫ জন কুখ্যাত ট্রাক লুঠেরাকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ব্যক্তির রাত্রে গদাইপুর সেতুতে নৌকো নিয়ে লুকিয়ে থাকতো। সুযোগ মত ট্রাক কেটে মাল লুঠ করে নৌকোয় চড়ে পালাতো। এর আগে এখান থেকে বামাল কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

সংবাদপত্র সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৭ জানুয়ারী—কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত ছোট ও মাঝারি সংবাদপত্রগুলোর কাজকর্ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছয় সদস্যের একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জঙ্গিপুরের সংসদ সদস্য শশাঙ্কশেখর সান্যাল। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন সহযোগী 'মুর্শিদাবাদ বার্তা' সম্পাদক সুধীন সেন। ৯ জানুয়ারী মহাকরণে এক সাংবাদিক বৈঠকে খবরটি জানান রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তর পরিচালিত এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, জেলায় জেলায় ১৫০ এরও বেশী সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সমস্ত জেলা পত্রিকার মোট প্রচার সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ।

স্বাস্থ্য বিভাগে বৈষম্য

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্বাস্থ্য বিভাগের এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের সমালোচনা হতে শুরু করেছে। তাঁদের জিজ্ঞাস্য, কেন তাঁদের 'নন-গেজেটেড' করে রাখা হয়েছে, তা তাঁরা জানেন না। তবে এই বৈষম্যমূলক বিধির ফলে জনসাধারণের কাছে তাঁদের লজ্জায় পড়তে হয়। 'নন-গেজেটেড'দের উপর লোকের শ্রদ্ধা থাকে না বলে চিকিৎসকরা কাজ করতে গিয়ে নিজেদের অসহায় বোধ করেন। অনেক সময় অপমানিতও হতে হয়। চাকরির সর্ত যাই হোক না কেন সমকাজে সমবেতন ও সমান মর্যাদা অবশ্যই কাম্য। তাই এই বৈষম্য, তাঁদের মতে, 'আত্মসম্মান হানিকর'।

বিদেশী কাপড় আটক ঃ রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ এই শহর থেকে এবং উমরপুর থেকে প্রায় এক হাজার বিদেশী জামা-কাপড় আটক এবং ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।